# 13506 - দোয়া কবুল হওয়ার শর্তগুলো কি কি; যাতে দোয়াটি আল্লাহ্‌র কাছে কবুল হয়

প্রশ্ন

দোয়া কবুল হওয়ার শর্তগুলো কি কি; যাতে দোয়াটি আল্লাহ্‌র কাছে কবুল হয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

দোয়া কবুল হওয়ার বেশকিছু শর্ত রয়েছে। যেমন:

১. আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাউকে না ডাকা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে উদ্দেশ্যে করে বলেন: "যখন প্রার্থনা করবে তখন শুধু আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করবে এবং যখন সাহায্য চাইবে তখন শুধু আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাইবে।"[সুনানে তিরমিযি (২৫১৬), আলবানী 'সহিহুল জামে' গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন]

এটাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণীর মর্মার্থ "আর নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহ্‌রই জন্য। কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।"[সূরা জিন্, আয়াত: ১৮] দোয়ার শর্তগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এ শর্ত পূরণ না হলে কোন দোয়া কবুল হবে না, কোন আমল গৃহীত হবে না। অনেক মানুষ রয়েছে যারা নিজেদের মাঝে ও আল্লাহ্‌র মাঝে মৃতব্যক্তিদেরকে মাধ্যম বানিয়ে তাদেরকে ডাকে। তাদের ধারণা যেহেতু তারা পাপী ও গুনাহগার, আল্লাহ্‌র কাছে তাদের কোন মর্যাদা নেই; তাই এসব নেকেকার লোকেরা তাদেরকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিল করিয়ে দিবে এবং তাদের মাঝে ও আল্লাহ্‌র মাঝে মধ্যস্থতা করবে। এ বিশ্বাসের কারণে তারা এদের মধ্যস্থতা ধরে এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এ মৃতব্যক্তিদেরকে ডাকে। অথচ আল্লাহ্‌ বলছেন: "আর আমার বান্দারা যখন আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে (তখন আপনি বলে দিন) নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী। দোয়াকারী যখন আমাকে ডাকে তখন আমি ডাকে সাড়া দিই।"[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৬]

২. শরিয়ত অনুমোদিত কোন একটি মাধ্যম দিয়ে আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে ওসিলা দেয়া।

৩. দোয়ার ফলাফল প্রাপ্ততিে তাড়াহুড়া না করা। তাড়াহুড়া করা দোয়া কবুলের ক্ষেত্রে বড় বাধা। হাদিসে এসেছে, "তোমাদের কারো দোয়া ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাড়াহুড়া করে বলে যে: 'আমি দোয়া করেছি; কিন্তু, আমার দোয়া কবুল হয়নি"[সহিহ বুখারী (৬৩৪০) ও সহিহ মুসলিম (২৭৩৫)]

সহিহ মুসলিমে (২৭৩৬) আরও এসেছে- "বান্দার দোয়া ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দা কোন

পাপ নয়িে কংিবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছন্নি করা নয়িে দোয়া কর।ে বান্দার দোয়া ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দা ফলাফল প্রাপ্ততিে তাড়াহুড়া না কর।ে জজ্ঞিসে করা হল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাড়াহুড়া বলতে কী বুঝাচ্ছনে? তনিি বললনে: বলে য,ে আমি দোয়া করছে,ি আমি দোয়া করছে;ি কন্তিু আমার দোয়া কবুল হতে দখেনি।ি তখন সে ব্যক্তি উদ্যম হারয়িে ফলেে এবং দোয়া ছড়েে দয়ে।”

৪. দোয়ার মধ্যে পাপরে কছিু না থাকা। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছন্নি করা নয়িে দোয়া না হওয়া; যমেনটি ইতপিূর্বে উল্লখেতি হাদসিে এসছে- “বান্দার দোয়া ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দা কোন পাপ নয়িে কংিবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছন্নি করা নয়িে দোয়া কর।ে”

৫. আল্লাহ্র প্রতি ভাল ধারণা নয়িে দোয়া করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “আল্লাহ তাআলা বলনে, ‘আমার বান্দা আমার প্রতি যমেন ধারণা করে আমি তমেন।”[সহহি বুখারী (৭৪০৫) ও সহহি মুসলমি (৪৬৭৫)] আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদসিে এসছে,ে “তোমরা দোয়া কবুল হওয়ার দৃঢ় বশি্বাস (একীন) নয়িে আল্লাহ্র কাছে দোয়া কর।”[সুনানে তরিমযিি, আলাবানী সহহিুল জামে গ্রন্থে (২৪৫) হাদসিটকিে ‘হাসান’ আখ্যায়তি করছেনে]

তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করে আল্লাহ্ তার উপর প্রভুত কল্যাণ ঢলেে দনে, তাকে উত্তম অনুগ্রহে ভূষতি করনে, উত্তম অনুকম্পা ও দান তার উপর ছড়য়িে দনে।

৬. দোয়াতে মনোযোগ থাকা। দোয়াকালে দোয়াকারীর মনোযোগ থাকবে এবং যাঁর কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে তাঁর মহত্ত্ব ও বড়ত্ব অন্তরে জাগ্রত রাখব।ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে, “তোমরা জনেে রাখ, আল্লাহ্ কোন উদাসীন অন্তররে দোয়া কবুল করনে না।”[সুনানে তরিমযিি (৩৪৭৯), সহহিুল জামে (২৪৫) গ্রন্থে শাইখ আলবানী হাদসিটকিে ‘হাসান’ আখ্যায়তি করছেনে]

৭. খাদ্য পবত্রি (হালাল) হওয়া। আল্লাহ্ তাআলা বলনে, “আল্লাহ্ তো কবেল মুত্তাকীদরে থকেইে কবুল করনে”[সূরা মায়দো, আয়াত: ২৭] এ কারণে যে ব্যক্তরি পানাহার ও পরধিয়ে হারাম সে ব্যক্তরি দোয়া কবুল হওয়াকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদূরপরাহত ববিচেনা করছেনে। হাদসিে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ব্যক্তরি কথা উল্লখে করনে, যনিি দীর্ঘ সফর করছেনে, মাথার চুল উস্কুখুস্ক হয়ে আছ;ে তনিি আসমানরে দকিে হাত তুলে বলনে: ইয়া রব্ব, ইয়া রব্ব! কন্তিু, তার খাবার-খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পরধিয়ে হারাম, সে হারাম খয়েে পরপিুষ্ট হয়ছেে তাহলে এমন ব্যক্তরি দোয়া কভিাবে কবুল হব?ে[সহহি মুসলমি, (১০১৫)]

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলনে, হারাম ভক্ষণ করা দোয়ার শক্তকিে নষ্ট করে দয়ে ও দুর্বল করে দয়ে।

৮. দোয়ার ক্ষত্রেে কোন সীমালঙ্ঘন না করা। কনেনা আল্লাহ্ তাআলা দোয়ার মধ্যে সীমালঙ্ঘন করাটা অপছন্দ করনে।

আল্লাহ্ তাআলা বলনে, “তোমেরা বনীতভাবে ও গোপনে তোমোদরে রবকে ডাক; নশ্চিয় তনি সীমালঙ্ঘনকারীদরে পছন্দ করনে না।” [সূরা আরাফ, আয়াত: ৫৫]

আরও বস্তিারতি জানতে দখেুন 41017 নং প্রশ্নোত্তর।

৯. ফরয আমল বাদ দয়িে দোয়াতে মশগুল না হওয়া। যমেন, ফরয নামাযরে ওয়াক্তে ফরয নামায বাদ দয়িে দোয়া করা কংিবা দোয়া করতে গয়িে মাতাপতিার অধকিার ক্ষুণ্ণ করা। খুব সম্ভব বশিষ্টি ইবাদতগুজার জুরাইজ (রহঃ) এর কাহনিী থকেে এ ইঙ্গতি পাওয়া যায়। কারণ জুরাইজ (রহঃ) তার মায়রে ডাকে সাড়া না দয়িে ইবাদতে মশগুল থকেছেনে। ফলে মা তাকে বদদোয়া করনে; এতে করে জুরাইজ (রহঃ) আল্লাহ্র পক্ষ থকেে কঠনি পরীক্ষার সম্মুখীন হন।

ইমাম নববী (রহঃ) বলনে, আলমেগণ বলছেনে: এতে প্রমাণ রয়ছেে যে, জুরাইজরে জন্য সঠকি ছলি মায়রে ডাকে সাড়া দয়ো। কনেনা তনি নফল নামায আদায় করছলিনে। নফল নামায চালয়িে যাওয়াটা হচ্ছ- নফল কাজ; ফরয নয়। আর মায়রে ডাকে সাড়া দয়ো ওয়াজবি এবং মায়রে অবাধ্য হওয়া হারাম....”[শারহু সহহিু মুসলমি (১৬/৮২)]

আরও অধকি জানতে মুহাম্মদ বনি ইব্রাহমি আল-হামাদ রচতি ‘আল-দুআ’ নামক বইটি দখেুন।